সমকাল

তারিখ ..02 MAR 2016...
পৃষ্ঠা ...1... কলাম ...2.....

নতুন স্কেলে বেতন হয়নি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের

■ সাব্বির নেওয়াজ

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জসীমউদ্দিন টুটুল। ২০ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা করছেন। গত ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় পে স্কেলের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর এমপিওভুক্ত শিক্ষক হিসেবে তিনিও নতুন স্কেলে বেতন পাওয়ার আশায় বুক বেঁধেছিলেন। তবে ভাগ্যের শিকে ছিঁড়েনি। তার মতো চার লাখ ৮০ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে নতুন স্কেল এখনও কার্যকর হয়নি।

সরকারি চাকরিজীবীরা গত জানুয়ারি থেকে নতুন বেতন কাঠামোর আর্থিক সুবিধা (জুলাই থেকে কার্যকর) পাওয়া শুরু করলেও এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী দুই মাসেও তা পাননি। এ নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

প্রয়োজন অতিরিক্ত ৪শ' কোটি টাকা

সরকারি চাকরিজীবীর মতো এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরাও নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত হবেন বলে গত ২০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে জানায়। তবে অর্থের অভাবে এখনও তা কার্যকর করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখার কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন স্কেলে বেতন দিতে গেলে তাদের চলতি অর্থবছরে অতিরিক্ত আরও ৪০০ কোটি টাকা দরকার। এ টাকা এখনও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যায়নি। এ টাকা পাওয়ার জন্য তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দেনদরবার চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, যখনই কার্যকর করা হোক, সরকারি চাকরিজীবীদের সঙ্গে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন স্কেলে পাওয়া বেতনও গত জুলাই মাস থেকে কার্যকর হবে। দুই মাসেও নতুন বেতন স্কেল কার্যকর না করায় সারাদেশের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকদিন ধরে এ নিয়ে নিজেদের ক্ষোভ-অসন্তোষ জানিয়ে আসছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক সংগঠনগুলোর নেতারা। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও মিরপুর সিদ্ধান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম রনি সমকালকে বলেন, নতুন স্কেল থেকে এমপিওভুক্তদের বঞ্চিত করায় সারাদেশের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। কী কারণে তাদের সঙ্গে এই বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে, তাও স্পষ্ট নয়। এহেন দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির অবসানে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এমপিওভুক্তদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাদের জানানো হয়েছে, নতুন পে স্কেলের সব সুযোগ-সুবিধা এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও পাবেন। গত বছরের জুলাই থেকে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর ধরা হয়েছে। আগামী এপ্রিলে নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন পাবেন সবাই। এ সময় সাত মাসের বকেয়াও পাবেন তারা। তবে ৪০০ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে না পেলে বকেয়া বেতন কীভাবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারছেন না কেউই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন সমকালকে বলেন, তারা আশা করছেন, শিগগিরই এ বিষয়টি সুরাহা হবে এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা নতুন স্কেলে বেতন পাবেন।

এ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ সমকালকে বলেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরাও নতুন পে স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং সে অনুযায়ী বেতন পাবেন, এটি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ছিল। মন্ত্রিসভার আরও একটি সিদ্ধান্ত ছিল যে, এমপিওভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। এ প্রতিবেদন তারা এখনও দেয়নি।

নতুন স্কেল পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন হলে এমপিওভুক্ত কলেজের একজন প্রভাষকের মূল বেতন হবে ২২ হাজার টাকা (নবম গ্রেড)। বর্তমানে তারা ১১ হাজার টাকা পাচ্ছেন। সহকারী অধ্যাপকরা পাবেন ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা (ষষ্ঠ গ্রেড)। এখন পাচ্ছেন ১৮ হাজার ৫০০ টাকা। আর অধ্যক্ষদের বেতন হবে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এত দিন পাচ্ছিলেন ২৫ হাজার ৭৫০ টাকা। আর বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের মূল বেতন হবে দশম গ্রেডে ১৬ হাজার টাকা। এখন পাচ্ছেন আট হাজার টাকা। জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকের বেতন হবে ২২ হাজার টাকা (নবম গ্রেড)। এখন পান ১১ হাজার টাকা।